EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 11, Issue 1, January-June, 2022, Impact Factor: 7.687, Available online at: www.eduzonejournal.com

# রমাপদচৌধুরীর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের সংকট

**মিলনমণ্ডল**
সহযোগী অধ্যাপক, এস আর এফ কলেজ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

# Ramapado Choudhurir Choto Golpoe Madhyabitter Sonkot

**Milan Mandal**
Associate Professor, S.R.F. College, Beldanga, Murshidabad

লেখকমাত্রই তাঁর সত্তার গভীরেসঞ্চিত থাকা অভিজ্ঞতাকে গল্পের ক্যানভাস করে তোলেন। ছোটোগল্পকার রমাপদচৌধুরী রাজবাড়ির বৈভব, আড়ম্বর কোলাহল মুখরতা দেখেননি, নিঃসঙ্গ এক কোণে পড়েথাকা দু'ফোঁটা অশ্রুকে চির সত্য করে তোলেন। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী সেখানেইযথার্থ শিল্পী যেখানেতিনি গল্পের ক্যানভাস বা আবহেরসঙ্গে নিঃসঙ্গতাকে মিলিতকরেতাকেভাষাদিয়েছেন।

দাদামশায়েরহাত ধরেই রমাপদরগায়েউনিশশতকেরছোঁয়া লেগেছিল।রমাপদরজীবনে তাঁর বাবার পোশাক পরিধানযথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।তবে না দেখা ঠাকুরদার চিন্তা - ভাবনারমাপদকেভাবিয়েতুলেছিল। পরবর্তীতে রমাপদচৌধুরী যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন, তখনতিনি নিজেকেপরমভাগ্যবান বলে মনেকরতেলাগলেন।ভালো স্কুল , ভালো কলেজেপড়াতাঁর মনেচরম উদ্দীপনা জাগায়।তাইতো তিনি মনে মনেস্থির করে নিয়েছিলেন—শিক্ষায় -সংস্কারে , আচারআচরণে, চরিত্রে —এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্য হয়েউঠতেহবে।

রমাপদচৌধুরীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সিট পড়েছিলকলকাতারহেয়ারস্কুলে। সেই সূত্রে বন্ধুদের সহ্গে কলকাতায়আসা। কখনো গোপনে ইংরেজিসিনেমা দেখা আবার কখনো শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত বাংলা সিনেমা দেখা প্রভৃতি ঘটনা রমাপদকেনতুনকরেপড়ারআগ্রহ বাড়িয়েদিল।তাই তো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসপাঠেতিনি নিজেকেনিমজ্জিত করলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর রমাপদ বিলাসপুরেগেলেন দিদির কাছে থাকার জন্য। বিলাসপুরে গিয়ে এক বাঙালি স্ত্রী গীতালালের সস্নেহ সহযোগিতায় একেএকেপড়েফেললেন—কৃত্তিবাস , কাশীরাম, তুলসীদাস, বিহারী সাতশই, অন্নদাশঙ্কর , অচিন্ত্যকুমার , প্রেমেন্দ্র মিত্রদের রচনা। ধীরে ধীরে রমাপদ তাঁর সাহিত্য পাঠের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করতে থাকেন। বাংলার বাইরে গিয়েও তাঁর পড়ার চাহিদার কখনো ভাটা পড়েনি।ইন্টারমিডিয়েটপরীক্ষা দিয়ে রমাপদতিন মাস ধরে মুরী, রাঁচি, রামগড়, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ , আরগাড়ারেলিগাড়ারকয়লাখনি, খালারির চুনেরপাহাড় যেমন দেখলেন, তেমনি আদিবাসী উপজাতি ফিরিঙ্গি , যুবক-যুবতি, প্রবাসী বাঙালি ও মার্কিন সৈন্যদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন।এইভাবে তিনি পনেরো থেকেপঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেশ কয়েকবারগোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। ফলে ওই বয়সেই তাঁর পরিব্রাজকের মানচিত্র বিশাল বিস্তৃতিলাভ করেছিল। তবে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকেঅন্য প্রান্ত ভ্রমণ করলেওরমাপদচৌধুরীর মনেরওপর গভীর ছাপ ফেলেছেরাঁচি-হাজারিবাগ এলাকার মানুষ। জীবনের এই অঅভিজ্ঞতাই

পরবর্তীকালে তাঁর নানা গল্প ও উপন্যাসের পটভূমিরূপেউঠে এসেছে। তিনি বলেছেন—
''আসলেআমারমধ্যে লেখকহওয়ার বাসনাজাগেওই পালামৌ জেলারঅরণ্য এবং তার বাসিন্দাদের দেখেই।''[১]

রেলশহরকেছেড়েরমাপদযখন কলকাতায়ভর্তি হলেনতখনবন্ধু তথা পরিবারকেনা পাওয়ায় ব্যথা তাকে ব্যথিত করেছিল।রেল শহরের প্রতেকটি ইট, মোরামের রাস্তা , সাহেবপাড়া সবুজ বাগান, সব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।কারণ প্রথম দর্শনেই কলকাতাকেরমাপদভালোবেসে ফেলেছিলেন।এ যেন এক নতুনজীবনেরসূচনা হয়ে গেল। নতুনজগতেরমাপদরপদার্পণ ঘটে গেল।

১৯৫৩ সাল থেকে পাকাপাকিভাবেআনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন।প্রথমে সাহিত্য জগৎসম্পাদনাকরতেন, পরেরবিবাসরীয়বিভাগটিসম্পাদনাকরার দায়িত্ব পান। এইভাবেইরমাপদচৌধুরী নিজেকেতৈরি করেনও দক্ষ লেখকরূপেপ্রতিষ্ঠিত হন।বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রমাপদ চৌধুরী ছোটোগল্পেরই অনুরক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে' না লিখে লেখক পরিচয়ে রমাপদ চৌধুরী নিজেকেগুটিয়েরাখেননি।কারণ প্রায় পঞ্চাশটি উপন্যাসও ছোটো বড়ো মিলেদেড়শো ছোটোগল্প তিনিরচনাকরেছেন।

গল্পের হাত ধরেই রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যজগতে পদার্পণ ঘটে। দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করেন। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতাকে কাজেলাগিয়ে একেরপরএক ছোটোগল্প রচনাকরেছেন।এমনঅনেকগল্প রয়েছেযেগুলিতেমধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজেরমানসিকতাকেনিপুনভাবেতুলে এনেছেন।তাইতো তিনি মধ্যবৃত্তের রূপকার।

## উদয়াস্ত

'উদয়াস্ত 'গল্পসমগ্রের প্রথম গল্প। বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর দাম্পত্য জীবনেরখণ্ড খণ্ড চিত্র গল্পটিকে আকর্ষণীয় করেতুলেছে।বিষ্ণুরাম ছোট্ট একটিস্টেশনেরস্টেশন মাস্টার। বিষ্ণুরাম ব্যতীত এ.এস.এম, মালবাবু আর চেকার তার স্টেশনের জনবল। বিষ্ণুরাম তাদেরপ্রত্যেকের চেয়েবয়সেবড়।বিষ্ণুরাম রেলকোয়ার্টারে থাকে।সাবিত্রী , গৌতম, গৌরাঙ্গ ও একটি ছোট্ট কোলের মেয়েকেনিয়ে বিষ্ণুরামের সংসার। বিশ বছরেরদাম্পত্য জীবনেবিষ্ণুরাম আজওঅসুখী, অতৃপ্ত। 'সংসার নামকবস্তুটার প্রতি তাঁর যেনবিরক্তির ভাব ফুটেউঠে।পৃথিবীতেযেআরও মানুষআছেতা বিষ্ণুরাম মাঝেমাঝে ভুলে যায় রেলের কাজেরচাপে। তাঁর জীবনেআছে শুধুঅপেক্ষা—সূর্যোদয় তাকে মনে করিয়ে দেয় সন্ধ্যার আর সন্ধ্যা -রাত্রির। তাই তার একটিবিহিত বিষ্ণুরাম দেখতেচায়। রেলের ডিউটির জন্য কখনো সে ভালোমতো ঘুমাতে পারে না। রেল গাড়ির হুইসেলের আওয়াজে,সেধড়মড়িয়েউঠেপড়ে শিবুকেছাড়তেহবেডিউটিথেকে, তাইতো তাঁর এততাড়া। সাবিত্রীকে বিরক্তিভাবে বলে, --

''সেজ্ঞান কি তোমার আছে শিবুকেরিলিভকরতেহবেনা?''[২]

বিষ্ণুরামের এই উক্তির মধ্যদিয়েই তাঁর মনেরগভীরেরকোথাও যেনসাবিত্রীর প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পেয়েছে।বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একটাফাঁকরয়েগেছে।সাবিত্রীর ভক্তির মধ্যেই সেইরহস্য বেরিয়েপড়েছে।সাবিত্রী যখনবলে—

''—ওঃ প্রাণ গেলগেলশিবুর দুঃখে আরআমিযে এদিকেরাতভরঘুমুতেপাইনা, সেটা আরখেয়ালহলনা, না? আমারবেলায়ভোর চারটেয়চা চাই।''[৩]

তখন সাবিত্রীর হৃদয়েরঅন্তর জ্বালা যেমনধরা পড়েতেমনিতাঁর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালনের ঘটনাও চোখে পড়ে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীনের মধ্যে কর্মজীবনের অনুপ্রবেশে ক্ষেত্রটি বেশ স্পষ্ট । সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি কীভাবেপারস্পরিকসম্পর্কের মধ্যে ফাটলধরায়—'উদয়াস্ত ' গল্পটি না পড়লেবোঝা যাবেনা।

'সাবিত্রী ' এই গল্পের মূল নারী চরিত্র। সাবিত্রী —সংসারের সমস্ত কাজ সামলে বিষ্ণুরামের যাবতীয়ফরমাইশশোনে। ছেলেমেয়েরসমস্ত কাজসম্পন্ন করেবিষ্ণুরামের জন্য রাত জেগেঅপেক্ষা করে তার চোখে ঘুম আসেনা। পায়েরশব্দ শোনামাত্র দরজা খুলে দেয় তবুও বিষ্ণুরামের তাকে বকা চাই-ই। রুটিনবাঁধাজীবন থেকে তারা আপ্রাণ বেড়ানোর চেষ্টা করতেথাকলেওসাবিত্রী ও বিষ্ণুরাম তা পারেনি।শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকটেতারা আক্রান্ত। আর্থ -সামাজিকপরিস্থিতির সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারেনি।শ্রেণি বিভাজনেরচিত্রও রমাপদচৌধুরীর দৃষ্টি নোয়ন।বিষ্ণুরাম যখন রানদীপকেবলে—

''তুই ব্যাটা ভোজন করছিলিকিরে? ভোজন করবেবর্ধমানের মহারাজা, আমিকরব আহার, তুই ব্যাটা খাবি।''[৪]

তখন শ্রেণি বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠে। মধ্যবিত্ত ট্রিপিক্যাল মানসিকতারচিত্র 'ছাঁকনি আনার প্রসঙ্গে দেখা যায়। বিষ্ণুরামের মুখ দিয়েই লেখক দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশিরেল সংস্কৃতির অন্ধকারময় দিকটি উন্মোচিত করেছেনকয়লা ও মালগাড়ির প্রসঙ্গের দিকটিউল্লেখ করে।

গল্পটিতে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র থাকলেওমুখ্য চরিত্র রূপেবিষ্ণুরাম ও সাবিত্রী -ই উঠেএসেছে।বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর দাম্পত্য টানাপোড়েনেরচিত্র অঙ্কন করাই ছিল রমাপদচৌধুরীর উদ্দেশ্য। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতেপারস্পরিকসম্পর্কগুলি কীভাবেভেঙে যাওয়ার সম্মুখীন তা সুন্দরভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। কর্মক্লান্ত -জীবনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনেরদ্বন্দ্বই এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। তাই তো বিষ্ণুরাম প্রগাঢ় আগ্রহে যখন সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নেয় তখন সাবিত্রীও কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাবিত্রীর বিবেক চেতনা তাকে বিষ্ণুরামের আলিঙ্গন থেকেছাড়িয়েনেয়বলে—

''লজ্জা করেনা তোমার! বুড়ো হতেচললে—এখনওওইসব কপটক্রোধে সেচলেযায় ভাতবাড়তে।বিষ্ণুরাম এখনওঅভুক্ত।''[৫]

আসলেবিষ্ণুরামের সমস্ত বুকটা মোচর দিয়ে ওঠে, কবে কবে যে সে বৃদ্ধ হয়েছে—কাজেরচাপে সেকথা ভুলে গেছে।আজতাই ছেলেরাতাকে মানেনা-সাবিত্রীও তার প্রতি

কোন আকর্ষণ দেখায়না। এ যেন বিষ্ণুরামের জীবনের বড় ট্র্যাজেডি। তাই তো তাঁর এই সংসার অপেক্ষা স্টেশনের ঘরকে অনেক ভালো মনে করেছে টরে টক্কা -টরে টক্কা -টরে টরে-দাম্পত্য জীবনের চিরচেনা দিকগুলিকে লেখক নতুন আলোকে আলোকিত করে তুলেছেন জীবনের উদয় থেকে অস্ত এই সময়ের এক বিষাদময় চিত্রই হল 'উদয়াস্ত '।

## কুসীদাশ্রিত

'কুশীদাশ্রিত' গল্পটির শুরুতে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ির চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন পাঠককে বিচার বিস্লেষণ করতে বলেছেন সুন্দর আর সৌষ্ঠবে কোনটি সার্থক ? বাস্তব আর স্বপ্ন যে এক বিষয় নয়, তা রমাপদ চৌধুরী ভালো করেই জানতেন তাই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলির কাছে স্বপ্ন থাকে জীবনে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করার। সংসার-সমাজের দৈনন্দিন চাহিদা ও জোয়ানের হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি তিলে তিলে অর্থ জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্য, ভালো থাকার জন্য, একটি আস্তানা গড়ার জন্য। ক্রমাগত স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভাঙার খেলায় বাঙালি মধ্যবিত্ত মন পথ খুঁজে ফেরে নিশ্চিত ভবিষ্যতের ঠিকানায়।' তবু' অব্যয়কে জীবন সংগ্রামে সামনে রেখে তারা এগিয়ে চলে। স্বপ্ন মাখা চোখে মধ্যবিত্ত মানুষগুলি ভবিষ্যতের জাল বোনে। সেই মধ্যবিত্ত মনকে নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন রমাপদ চৌধুরী। গল্পের শুরুতে মধ্যবিত্ত মানুষগুলির সামনে প্রশ্ন রেখেছেন—

''কিন্তু , বিচার করে দেখো তো, দেখো একটু চোখ চেয়ে একটু চোখ চেয়ে একটু ভালো করে, তোমাদের চোখে দু-বেলা যেসব প্রাসাদ দৃষ্টির প্রসাদ পাচ্ছে তাদের চেয়ে কি এখনি অনেক বড়ো নয়?''[৬]

এ প্রশ্ন থেকেই গল্পের কাহিনি গড়েছেন লেখক। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে।

গল্পটিতে দেখা যায় জ্যোতিষবাবু ও তার স্ত্রী , তিন পুত্র ও চার কন্যাকে নিয়ে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। জ্যোতিষবাবু চাকরি সূত্রে কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে থাকেন। সাদা গোলবাড়ির অর্ধেকটা বাড়িওয়ালার, আর বাকি অর্ধেকটা জ্যোতিষবাবুর দখলে। জ্যোতিষবাবুর চাকরির চাকরির উপর নির্ভর করে সংসার যেমন চলে তেমনি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভারও বহন করতে হয়। কিন্তু তাঁর চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল, আর মাত্র পাঁচ বছর আছে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে জ্যোতিষবাবুকে যাবতীয় কাজ শেষ করতে হবে ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন , একটা বাড়ি তৈরির। গল্পটির যাবতীয় পরিকল্পনার সময়কাল পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেই গল্পের কাহিনি যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি ভাব-পরিকল্পনাও সংগঠিত হয়েছে। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী একটি মিডিও ক্লাস পরিবারের যাবতীয় স্বপ্ন ও স্বপ্নভগ্ন , আশা ও আশাহতের দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার জাল বুনলে স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে যায় তা জ্যোতিষবাবুকে দেখলে বোঝা যায়। গল্পকার গল্পটির মধ্যে প্রবীণ দ্বন্দ্ব যেমন দেখিয়েছেন তেমনি কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের তফাতও দেখিয়েছেন।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গল্পটি আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত মনা জ্যোতিষবাবু শুধু দিনের পর দিন কাগজ পেনসিল নিয়ে ঘরের ছক কেটে চলেছেন। কখনও তার ঘর তৈরির প্ল্যান শেষ হয় না। ক্রমাগত বাড়ির প্ল্যান , ঘরের সংখ্যা কত হবে, জানালা দরজা কেমন হবে, কোথায় হবে, রান্নাঘর কোথায় হবে—দূরে না কাছে—এসব ভাবতে ভাবতে জ্যোতিষবাবুর সময় শেষ হয়ে আসে। চাকরি জীবনের মেয়াদ কমে আসে। তবুও তাঁর ঘর তৈরি হয় না। তাঁর সম্বন্ধে গল্পকার বলেছেন—

''সব মানুষই তো ফেলে আসা শৈশবের রোমাঞ্চ রোমন্থন করে জীবনের শেষ দিন অবধি। কৈশোরের দিনগুলি তাঁর চোখে রমণীয় বলেই কৈশোরের মাটিটাও এত মধুর মনে হয়। সে কথা জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, সোনালি ধানের সুগন্ধ আঘ্রাণ আজও বুঝি তেমনি মিঠে আর মনোহর।'[৭]

তাই জ্যোতিষবাবু গ্রামে বাড়ি তৈরি করতে চান। কিন্তু বাধ সাধেন তাঁর কন্যা-পুত্ররা। বড়ো ছেলে লক্ষ্মীনাথ গ্রামের উপর বীতশ্রদ্ধ। সেজমেয়ে মলে বসলে—

''তাঁর চেয়ে রামপুরের ডাঙায় একটা তাঁবু খাটিয়ে থাকলেই হয়।''[৮]

শ্রীবীণাবতী দেবীও বেঁকে বসলেন। তাঁরা কলকাতায় চার বছর ধরে আছেন, এরপরে কখনও কি গ্রামে বাস করা যায়! অথচ শহর কলকাতা জ্যোতিষবাবুর কাছে—

''কলকাতা একটা জঘন্য জায়গা। ভদ্রলোক বাস করে না এখানে।''[৯]

আসলে পুরোনো মানসিকতায় বেড়ে ওঠা জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে নতুন মানসিকতায় গড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের দ্বন্দ্ব ঘটাই স্বাভাবিক। এই গল্পে তা-ই ঘটেছে। পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্ব বারবার ফিরে এসেছে। মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের প্রতিটি মুহূর্ত সুন্দরভাবে গল্পকার তুলে ধরেছেন। জ্যোতিষবাবু বড়ো ছেলেকে ডাক্তার করেছেন, সেজ ছেলে বাইরে থাকে চাকরি সূত্রে। ছোটো ছেলে ল-পাশ করে বসে আছে, সে চাকরি করবে না। বড়ো ও মেজ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সুপাত্রে। সেজ মেয়ে ও ছোটো মেয়ের বিয়ে এখনও হয়নি। সামান্য একটা চাকরি করে জ্যোতিষবাবু তাঁর সন্দানদের শিক্ষা দিয়েছেন—আধুনিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী করে গড়ে তুলছেন। তাই তো তাঁর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানদের ধারণায় পদে পদে সংঘাত বাধে, মতভেদ ঘটে। গ্রাম্য মানসিকতায় বিশ্বাসী জ্যোতিষবাবু তাই তো বলে ওঠেন—

''এক ছটাক খাঁটি দুধ খেতে পাও এখানে? টাটকা মাছ পাও? শাক সবজি পাও ইচ্ছেমতো? গ্রামে তোমার গোয়ালে গোরু, কত দুধ চাই খাও না। পালংশাক নিজের হাতে কেটে আনবে, পুকুর থেকে তুবল কলমি। জাল ফেললেই মাছ।''[১০]

এইভাবে গল্পটিতে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে তাঁর সন্তানদের বাড়ি তৈরি করা নিয়ে পদে পদে মতপার্থক্য ঘটে। সমাজব্যবস্থার নানা সংস্কার—দ্বন্দ্ব , জাতপাতের বিষয়ের সামাজিক ব্যাধিগুলি লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তো সূর্যের ব্যবহারটা জ্যোতিষবাবুকে বড়ো পীড়া দেয়। বেজাতের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার ঘটনাটি জ্যোতিষবাবু মেনে নিতে পারেন নি। এ যেন তাঁর গ্রাম্য মানসিকতারই প্রতিফলন। পুরোনো সংস্কার , নীতিবোধ তাঁকে মঞ্জুশ্রী-সূর্যেন্দুর সম্পর্ক মেনে নিতে দেয়নি। তাই তিনি বলেছেন—

''বিয়ে তিনি দিতে পারবেননা। এতদিনেরসংস্কার , কৌলীন্য , সুনাম, বংশগৌরব নষ্ট করতেপারবেননা।''[১১]

তাই শেষপর্যন্ত ভাবতেভাবতেইজ্যোতিষবাবুর চাকরির বয়স শেষ হয়ে যায়। অথচ তাঁর বাড়ি তৈরি করা হল না। তাঁর স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। জীবনসংগ্রামে যাবতীয় দায়িত্ব পালনেসক্ষম হলেও বাড়ি তৈরির যে স্বপ্নের জালতিনি বুনেছিলেনতা স্বপ্নই থেকেগেল, বাস্তবায়িত হল না। সেদিকথেকেট্র্যাজিক সুর জ্যোতিষবাবুর জীবনেনেমে এলেও তিনি মন-মানসকতাকেপালটেফেলেনযুগেরসঙ্গে সঙ্গে। তাই তো তাঁর ভাবনায় এসেছেপরিবর্তন —

''একটাবাড়ি তৈরিকরতেযাওয়া, মানেপঁচিশ-তিরিশহাজারকম করে।তার চেয়েটাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে বেশকিছু সুদ পাওয়া যাবে বসে বসে।পেনসনতো নেই, চালাব কীসে।তার চেয়ে সুদের টাকায় বেশ বেড়ানো যাবে, আজগয়া, কাল বৃন্দাবন। পুরীটাও যাওয়া হয়নি বহুদিন।''[১২]

এইভাবেজ্যোতিষবাবুর স্বপ্নের সলিলসমাধিঘটেছে।

## অপরাহ্ন

'অপরাহ্ন' গল্পটি লেখকেরসমাজভাবনারইফসল।গল্পটি একটিচিঠি পড়াকেকেন্দ্র করে শুরুহয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর বেশ কিছু কাহিনির শেষপ্রান্তে এসে শুরুকরে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্বের ঘটনায় ফিরে গেছেন। 'অপরাহ্ন' গল্পটি তারই বড়ো প্রমাণ। গল্পটিতে দেখা যায় সুধাময়-অঞ্জলি -সুদীপ্ত আর সুদেষ্ণার কাহিনি। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সাংসারিক টানাপোড়েনেরমধ্যে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিনতুনকিছু নয়। তবে দাম্পত্য সংকটেরযে ছবি গল্পকার তুলেধরেছেনতা আমাদের মনকেছুঁয়েযায়। নিজসংসারেরস্ত্রী -পুত্র থাকা সত্ত্বেও সুধাময়পর-নারীর প্রেমে পড়ে। নিরাপদআশ্রয় অবলম্বন করে সম্পর্ক টিকিয়েরাখতেচায় সুদেষ্ণার সঙ্গে। সুধাময়ও সুদেষ্ণার সম্পর্ক কখন, কীভাবে, কেনযে গড়েউঠেছিলআজতা সুধাময়েরমনেপড়েনা। কিন্তু একসময়সুধাময়েরদিক থেকেকোনো কপটতাছিল না সুদেষ্ণাকে ভালোবাসায়। সুদেষ্ণঅর চিঠির উত্তর দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা সুধাময়েরথাকলেওসময়াভাবেতা সম্ভব হয়নি।সুধাময় দু-কূল বজায়রেখেঅবৈধপ্রেম সম্পর্ককে টিকিয়েরাখতেচায়, সে নিজেরস্ত্রী অঞ্জলিকে সেইসম্পর্কের কথা বলেনি।সেইসম্পর্ক তাকেযেমনজ্বালা দেয়, যেমনযন্ত্রণা দেয়, তেমনদেয় অফুরন্ত আনন্দ। তাই তো তার মনেআজপ্রশ্ন জেগেছে—

''এসবইকি শরীর? ভালোবাসা নয়।''[১৩]

সাত বছরের সম্পর্ক আজসুধাময়কেকিছুটা হলেও ভাবিয়ে তুলেছে।সুধাময় কখনও সুদেষ্ণাকে দুঃখ দিতে চায়নি। তার মধ্যে যে ভালোবাসা মরে গেছে—যেটুকুও সুদেষ্ণাকে জানতেসে দেবে না। আর তা যদি সুদেষ্ণা জানতেপারে—তাহলেদীর্ঘদিনের ভালোবাসার সম্পর্ককে মিথ্যে ভাববে।কিন্তু সেইদিনগুলিমিথ্যে ছিল না।

গল্পটির মধ্যে লেখক মধ্যবিত্তের লেখক মধ্যবিত্তের সংসারময় জীবনের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। সুধাময়ের মতো মানুষ আমাদের সমাজে হাজারো রয়েছে যারা সংসারকে ফাঁকি দিয়ে পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভালোবাসায় অভিনয় করে। দু-নৌকায় পা দিয়ে চলতে চায় এমন মানুষ আমাদের মধ্যবিত্তের সমাজে হামেশাই দেখা যায়। সুধাময়ের জীবনের টানাপোড়েনে গল্পটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। একদিকে স্ত্রী -ছেলে অপরদিকে সুদেষ্ণা—কোন সম্পর্ক সুধাময়কে বেশি আকর্ষণ করে? একদিকে দায়িত্ববোধ , কর্তব্যবোধ , সন্তানদের প্রতি স্নের , অপরদিকে সুদেষ্ণা ভালোবাসা তাকে বিচলিত করেছে। সে কোন সম্পর্ককে প্রাধান্য দেবে—সমাজ, সংসার, বৈধ সম্পর্ক সমাজবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক। বৈধ সম্পর্ক তাকে আকর্ষণ করে না, শুধু দায়িত্ব -কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। আর সুদেষ্ণা সম্পর্কে আজ তার ভাবনা—

''ও হয়তো শরীর ভালোবাসেনি, শরীর দিয়ে ভালোবাসাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল।''[১৪]

আজ সে সম্পর্কের কোথায় যেন চির ধরেছে, ছন্দ কেটে গেছে। আজ সুদেষ্ণার প্রতি সুধাময়ের কোনও আকর্ষণ নেই, শুধু অভিনয় করে যাওয়া। আর তা যদি সুদেষ্ণা বুঝতে পারে তবে সে দুঃখ পাবে। সুধাময়ের মনে সুদেষ্ণার জন্য ভালোবাসা মরে গেছে কালের অমোঘ নিয়মে। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতাই গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়। সেই বিষয় উপস্থাপনে রমাপদ চৌধুরী সিদ্ধহস্ত। গল্পটি মধ্যবিত্তের জীবন সংকটের জীবন্ত দলিল।

## শেষ হয় না

'শেষ হয় না' গল্পটি চলমান জীবনের কথক, শম্ভু, দীপা, কাকলি, বিজয়কে নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। কয়েকজন বন্ধুর একটি রাত্রের জমাটি আড্ডার প্রসঙ্গ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে কখন যে কাউকে ভালো লেগে যায় তা বলা যায় না। গল্পের কথক গল্প বলার ঢঙে এই গল্পের কাহিনি বলেছেন। একটি রাত্রে তিনজন বন্ধু ও তাদের মধ্যে দু-জনের বউ—দীপা ও কাকলির যে আলপচারিতা জমে উঠেছে তার কেন্দ্রে রয়েছে কথক। শম্ভু কাকলি, বিজয় দীপা জুটি বেশ মানিয়েছে। কথকের বিয়ে না হওয়ার জন্য নানা কথা শোনায়। রসিকতা আর সরসপূর্ণ কথায় তাদের গেস্ট হাউসের আড্ডা বেশ ভালো জমে ওঠে। বিজয়ের কথার মধ্যে আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতার কথা উঠে এসেছে—মাদুলির বিনিময়ে বশীকরণ যে সম্ভব তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। কিন্তু কাকলি বলে সব ভালোবাস একরকম নয়। সময় কালের সঙ্গে দিনকালের যে তফাত, মানসিকতার যে তফাত—তা দেখানোই গল্পকারের মূল উদ্দেশ্য। কথক ও কাকলির মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও তা ভালোবাসার রূপ পায়নি। কিন্তু কথককে মাদুলি চায় নাকি একটা—বলে মুচকি হেসে চলে গেল। সবই যেন নারীমনের খেলা। মদ, সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়েদের প্রভৃতির বর্ণনায় একটা আদিমতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কথকের ভালোলাগা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হল না, ভালোলাগা চাপা পড়ে রইল।

## দিনকাল

'দিনকাল গল্পটিতে পিতা ও পুত্রের প্রজন্মগত মানসিকতফাতকেপ্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।গল্পটি উত্তম পুরুষেবর্ণিত। ছেলেঅন্তুকে নিয়েপিতার দুর্বাবনা ও দুশ্চিন্তা সূত্রেই গল্পের ঘটনা সূচনা থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কথকের যৌবনের হঠকারিতাও তার প্রেমের রূপকেবিভীষিকাময়করে দেখানো হয়েছে।বিশ-বত্রিশ বছরের পুরোনো স্মৃতি —ব্যর্থ প্রেমের দুরন্ত জ্বালা আজওকথককেতাড়া করে। তাই তার কাছে প্রেম সুলভ নয়, ভয়স্বরূপ। আজকথকের ছেলেরবয়স একুশ, বড়ো মেয়েরবয়স তেইশ।ছেলেমেয়েরকীসেভালো তার বাবা-মা ছাড়া কেউবোঝে না। ছেলেরলুকিয়েমেয়ে দেখা, প্রথম টেলিফোন আসা, সব ঘটনাই যেন কথক বাবাকেআশ্বস্ত করেছিল।আসলে গল্পটির মধ্যে বাবা ও ছেলেরযে মানসিকদূরত্ব তা দুটি সময়কালেরমধ্যে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।পূর্ব প্রজন্ম সবসময়ইভাবী প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়েচলতেচায়। তাই অন্তুর বাবা সহকর্মীদের কাছে পুত্রের প্রেম বিষয়ে অকপটস্বীকারোক্তি লেখকের সাহসী মনোভাবের পরিচয়দিয়েছে।জেনারেশনগ্যাপ বলতেযা বোঝায় দিনকালগল্পটি তারই প্রতিবিম্ব । আধুনিক পুত্রের কাছে পিতাকে হয়ে উঠতে হয় ফ্রেন্ড , ফিলোজফারঅ্যান্ড গাইড।প্রজন্মগত দূরত্ব ও পার্থক্যগুলিকে নিবিড়ভাবেদেখানোই গল্পকারের উদ্দেশ্য।

## স্বর্ণমারীচ

'স্বর্ণমারীচ ' গল্পটি বাসনাও বিশ্বনাথের দাম্পত্য জীবনেরপারস্পরিকটানাপোড়েন নিয়েইরচিত হয়েছে।দাম্পত্য জীবনেরসুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে অর্থের উপর, মনের উপর।বিশ্বনাথের দৈনন্দিন চাহিদারসঙ্গে বাসনারচাহিদারতফাতরয়েছে।স্বামীকে নিয়ে মোটর বিহার করা, নিজেকেসাজপোশাকেমেলেধরা, হাতঘড়ি পরা, সব মিলিয়েনিজের রূপকেফুটিয়ে তোলাই তার শখ। স্বামীর সঙ্গে তার মানসিকদূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।বাসনাকেহাতছানিদিয়েডাকতেথাকে ঐশ্বর্য সুখ সমৃদ্ধি। নিজের পিয়াসি চোখ ছেড়ে দিল মুক্ত আকাশের পানে। একদিকে গভীর প্রেমে, অপরদিকেজীবনের ঐশ্বর্য —দুটোকেই সে একসঙ্গে পেতেচায়। হঠাৎকরে কবে কবে যেনবিশ্বনাথের প্রতি তার সমস্ত মায়া-মমতাউবেগেলতা টের পায়নিবাসনা।বিশ্বনাথের জন্য সে পাগলহবে না আত্মহত্যা করবে তা ভেবে তার মনটা গুমেরেকেঁদে ওঠে। কিন্তু বাসনা সবকিছুকে অতিক্রম করে ঐশ্বর্যের গহ্বরে ডুব দিল। হীরের কণ্ঠহার , প্রবালের মালা, সোনার কঙ্কণ , এত ঐশ্বর্য তার। সেএককসম্রাজ্ঞী। ভালোবাসা, স্বামীর প্রেম সব তার কাছে উহ্য হয়েযায়। প্রসাধনী কক্ষ দেখেইবাসনারএই আমূলপরিবর্তন।

## দুধের স্বাদ

মধ্যবিত্ত জীবনের সাংসারিক অনটনের মধ্যেও নিজেকে কীভাবে খুশিতে রাখা যায় তাই এই গল্পের মূল বিষয়। নিরুপমা ওরফে নিরুদির সাংসারিক জীবনে অভাব অনটন থাকলেও মনে কোনো অভাব ছিল না। নিত্যদিন সংসারের কাজকর্ম করেও বেলেঘাটার এই দরিদ্র গলিতে থাকতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। একই বাড়িতে পার্টিশন করে দুটি পরিবার থাকত। একটিতে কথক, আর একটিতে নিরুদিরা। কথকদের অংশে ছিল দুটি ঘর, আর নিরুদির অংশ ছিল দেড়খানা ঘর। বারান্দায় পার্টিশন দিয়ে তৈরি হয়েছিল দু-পক্ষের রান্নাঘর। নিরুদির বড়ো শখ ছিল সিনেমা দেখা, সিনেমার বই কেনাও পড়া। রোজ রোজ সিনেমা যাওয়া তার কাছে বড়ো স্বাদের ব্যাপার। সেইসঙ্গে নিরুদি পাশের বাড়ির মেয়েদেরও সিনেমার গল্প শোনাত, তাই পাশের বাড়ির কর্তারা নিরুদির প্রতি ক্ষুণ্ণ ছিল। হরেনবাবু নিরুদি সম্পর্কে অনুযোগ করে বলেছেন—

"আপনাদের ওই নিরুদিটাকে না তাড়াতে পারলে তো নিস্তার নেই মশাই। নিজে যা করে করুক, আমাদের বাড়ির মেয়েগুলোকে বাঁচাতে ছাড়ে না।"[১৫]

সমকালীন কলকাতার সমাজজীবনে নিরুদির মতো অনেককেই আমরা খুঁজে পাব। নিজের দুঃখ-কষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই হয়তো নিরুদি সিনেমা দেখে, সিনেমার বই পড়ে সময় কাটাত। স্বামীর সঙ্গে তার মনের দূরত্ব থাকলেও অশান্তি ছিল না। মৃণ্ময়বাবু ও অরুণা এই গল্পের আরেকটি দিক। তারপর হঠাৎ একদিন দেকা যায় নিরুদি মৃণ্ময়বাবু অর্থাৎ তার স্বামীর কথা শুনে রাগ করে সিনেমা দেখা বন্ধ করে দেয়। তাই মৃণ্ময়বাবু অরুণার কাছে আবেদন জানিয়েছে সে যেন নিরুপমাকে বলে অন্তত একদিন সিনেমা দেখে আসুক। তারপর একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে নিরুদিরা চলে গেলেন। কিন্তু নিরুদি আজও সিনেমা হলের সামনে ঘোরাফেরা করেন, দেওয়ালের ছবি দেখেন, কিন্তু সিনেমার টিকিট কাটেন না। গল্পটির মধ্যে নিরুদির ট্র্যাজিক হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

## সম্ভব অসম্ভব

মধ্যবিত্ত জীবনের দুটি পরিবার মা, বাবা ও শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন এই গল্পে। নগর কলকাতার দুটি পরিবারের মধ্যে অভাব অনটন অনিলেন্দু ও নিরুপমাকে পৃথক করে দিয়েছে। একদিকে নিরুপমা, তার মা ও বোন অনুপমা থাকে তার বাবার বাড়িতে, অপরদিকে অনিলেন্দু ও তার বাবা-মা থাকে তাদের নিজের বাড়িতে। নিরুপমা ও অনিলেন্দুর সাংসারিক জীবনে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ববোধই তাদের আলাদা থাকতে বাধ্য করেছে। নিরুপমার মা চায় না তার স্বামীর বাড়ি ছেড়ে জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠুক, আবার অনিলেন্দুও চায় না তার মা-বাবাকে ফেলে ঘরজামাই হয়ে থাকুক। নিরুপমা চাকরি নিয়েছে তার মায়ের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য। আবার অনিলেন্দু মা-বাবার জন্য নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করেছে। নিরুপমার মা যেমন তার স্বার্থ ছাড়তে চায়নি, তেমনি নিরুপমাও নিজের স্বার্থকে বিসর্জন

দিয়ে মায়ের সংসারে পড়ে থেকেছে।নিরুপমারঅনিলেন্দুকে ভয় নেই, ভয় তার মায়ের স্বার্থকে , মায়েরজেদকেকিন্তু অনিলেন্দুরমা অনিলেন্দুকেবলেনিজেরশ্বশুর, শাশুড়ির চেয়েনিজেরবাপেরবাড়ি বড়ো। চাকরি করলেওকি বউমা এখানেএসেথাকতে পারে না। মায়েরএই প্রশ্ন অনিলেন্দুকেচমকেদেয়।অবশেষেসব বাধা ছিন্ন করে আজনিরুপমা অনিলেন্দুরকাছেছুটেএসেছেনিরুপমাপেরেছেতার মায়েরজেদকেকাটিয়েউঠতে।

## আমি, আমারস্বামী ও একটিনুলিয়া

'আমি, আমারস্বামী ও একটিনুলিয়া' গল্পটির নাম দেখেইমনেহয় ত্রিকোণ প্রেমের বিষয়। কিন্তু গল্পটিতে দাম্পত্য প্রেমের বিষয়ই স্থান পেয়েছে।'গৌতম' ও তার স্ত্রী 'নমি' নতুন বিয়ের পর পুরী গেছেঘুরতে। নতুন বিয়ে হলে যা হয়। স্বামী -স্ত্রীর পারস্পরিকখুনসুটিরমধ্যেই তাদেরপ্রথম পরিচয়েরপর্বটি সমাপ্ত হয়। ঢেউয়েরকাছে যেতেনমিতারভয় হয়। অথচগৌতম তাকেআশ্বস্ত করলেওনমিতারভয় ভাঙলনা। তাই সমুদ্রেও নমিতানামতেচাইল না।অবশেষেনমিতাকেসমুদ্রে স্নান করাতেনামালেনমিতার ভয় দেখেগৌতম হল ছেড়েদেয়। গৌতম তারপরনিজেইস্নান করতেনামল।পাড়থেকে নমিতাসাবধানকরে, বেশিদূর যেতেমানা করে।গৌতম নিজেকেবাহাদুর প্রতিপন্ন করার জন্য গভীর জলেচলে গেল।একটা সময় মনে হল সে আর ফিরতে পারবে না। তাই হাত দেখিয়েবাঁচানোর আর্তি জানাতেলাগল।অবশেষেনমিতাএকটানুলিয়াকে—

''তারপরমুহূর্তের মধ্যে আমারদু-হাতেরদুটো বালা খুলেতার হাতেগুঁজেদিয়েকান্নায় ভেঙেপড়েঅনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও, তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসেযাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে...।''১৬

অবশেষেনুলিয়ার চেষ্টায় গৌতম বেঁচে যায়। এদিকেনমিতা সংজ্ঞা হারায়। অবশেষে ধীরে ধীরে নমিতারজ্ঞান ফেরেলোকেদের চেষ্টায়। তারপর হোটেলে ফিরে তারা পরম তৃপ্তির ঘুম ঘুমায়।কিন্তু নুলিয়াকেদেওয়া বালার প্রসঙ্গ নমিতাভুলেযায়। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করেআরএক ভাবনাথেকেঅন্য ভাবনায়মনেকনিয়েযায়। মনও মানসিকতার দ্বন্দ্ব নমিতাকেবিচলিত করে তোলে। একটা সময় গল্পের কাহিনি থেকেগৌতম উহ্য হতে থাকে। শুধুনমিতার মানসিকঅবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। নুলিয়াকেবালা দিতে চেয়েছিলকি? এই প্রশ্নের ধরণটা শুধুপালটেযেতেথাকে। তাছাড়া মানষকেবাঁচান তো ওদের কাজ।তাই বালা দুটো কেনইবা তাকেদেবে হাজারো প্রশ্ন নমিতারপ্রকৃতি ও মানসিকক্রিয়া তাকেবিদ্ধ করতেথাকল।যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়েনমিতাবালা দুটোকে নিজেরহেফাজতেরাখতে চাইল। এক সময় অস্বীকারই করে বসল। কিন্তু এ হল মূল্যবোধের প্রশ্ন , মধ্যবিত্ত মানসিকতা নমিতাকে বালা দিতে দেয়নি। আত্ম-প্রবঞ্চনার অন্ধকারে ডুবে গেল নমিতা। গল্পটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব দেখানোই বড়ো ভূমিকা পালনকরেছে।মন ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

নানা শ্রেণির গল্পের মধ্যে দিয়ে রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটকে নিপুণভাবেআমাদেরসামনেতুলেধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র , ' উদয়াস্ত ' দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মূদ্রণ , আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ: ১।
২. ঐ, পৃ: ১।
৩. ঐ, পৃ: ৪।
৪. ঐ, পৃ: ৪।
৫. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র , 'কুসিদাশ্রিত', দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মূদ্রণ , আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ: ৩০।
৬. ঐ, পৃ: ৩০।
৭. ঐ, পৃ: ৩২।
৮. ঐ, পৃ: ৩২।
৯. ঐ, পৃ: ৩২।
১০. ঐ, পৃ: ৩৫।
১১. ঐ, পৃ: ৩৭।
১২. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র , 'অপরাহ্ন', দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মূদ্রণ , আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ: ৮৫৫।
১৩. ঐ, পৃ: ৮৫৭।
১৪. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র , 'দুধের সাধ', দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মূদ্রণ , আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ: ২৪০।
১৫. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র , ' আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মূদ্রণ , আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ: ৪০২।
১৬. ঐ, পৃ: ৪০২।

আকরগ্রন্থ

১. চৌধুরী রমাপদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ: ১।
২. চৌধুরী রমাপদ, কখনো আসেনি, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ , ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮।

৩. চৌধুরী রমাপদ, দরবারী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ , বৈশাখ১৩৬১।
৪. চৌধুরী রমাপদ, পিয়াপসন্দ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মাঘ১৩৬১।

সহায়কপত্রপত্রিকা :

১. চৌধুরী শম্পা, সময়যখননায়ক: রাপদচৌধুরীর কথাসাহিত্য, জিজ্ঞাসা, চতুর্বিংশ বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা।
২. চৌধুরী শম্পাদ, রমাপদ চৌধুরীর গল্প , কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ , বইমেলা সংখ্যা, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন২০১৩।
৩. চৌধুরী রমাপদ, আমরাসবাই, প্রথম সংস্করণ , ডিসেম্বর ১৯৮০।
৪. পুরকাইতউত্তম (সম্পাদক), শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা, উজাগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়কষাণ্মাসিক, প্রকাশক-১৪১৫।
৫. পুরকাইতউত্তম (সম্পাদক), রমাপদচৌধুরী সংখ্যা: উজাগরসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক, একাদশবর্ষ , প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, শিবানন্দধাম, সিজবেড়িয়া উলুবেড়িয়াহাওড়া, প্রকাশন ১৪২০।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থপ্রতিম , রমাপদ চৌধুরীর গল্প , কুঠার, শারদ সংখ্যা ১৪০৩।
৭. বসু সৌমিত্র (সম্পাদক), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা: বাংলা বিভাগ, ২০০২-২০০৩, যাবদপুরবিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা৩২।